আন্দোলনের ‘মাস্টারমাইন্ড’ ছিলাম না: প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মাহফুজ আলম

চেম্বার ডেস্ক: অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মাফজুল আলম বলেছেন, আমার বিরুদ্ধে একটা ক্যাম্পেইন চলছে। বিশেষ করে ভারতীয় মিডিয়া এবং বিএএল এর প্রোপাগান্ডা সেলে তা হচ্ছে। আমি নাকি হিজবুত তাহরির, জামায়াতের ইসলামী ও ছাত্র শিবিরের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। আমি কখন তাদের রাজনীতির সঙ্গে ছিলাম না। আমি তামিরুল মিল্লাত বা ঢাবি’র অন্যান্য শিবির কর্মীদের মতো ‘লাভ’ বা ‘সুবিধাবঞ্চিত’ হইনি। কিন্তু ক্যাম্পাসে ইসলামোফোবিয়া আর শিবির ট্যাগিং এর মুখোমুখি হতে হলো।

শনিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) রাত ৮টায় তার ব্যক্তিগত ফেসবুক পেজে এক স্ট্যাটাস দেন মাহফুজ। দীর্ঘ এই স্ট্যাটাসে ছাত্র জীবনে তার রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং বর্তমানে তার অবস্থানের বিষয়ে পরিষ্কার করেছেন। তার স্ট্যাটাসের বিষয়টি ঢাকা পোস্টকে নিশ্চিত করেছেন মাহফুজ আলম।

তিনি বলেন, এটা আমার স্ট্যাটাস। সাম্প্রতিক সময়ে আমার রাজনৈতিক মতাদর্শ নিয়ে যেসব বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে তার জবাব এখানে আছে।

মাহফুজ আলম বলেন, আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী ছাত্রশিবিরের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম না। আমি তাদের রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বছরে তাদের প্রোগ্রামে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, কিন্তু আমি বাংলাদেশের জন্য তাদের আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলাম না।
আমি আক্ষরিক অর্থেই জামাতের ইসলাম গ্রহণ করিনি এবং এখনো করি না। অতএব, তামিরুল মিল্লাত বা ঢাবি’র অন্যান্য শিবির কর্মীদের মত ‘লাভ’ বা ‘সুবিধাবঞ্চিত’ হইনি। কিন্তু ক্যাম্পাসে ইসলামোফোবিয়া আর শিবির ট্যাগিং এর মুখোমুখি হতে হলো।

আমার বিরুদ্ধে একটা ক্যাম্পেইন চলছে বিশেষ করে ভারতীয় মিডিয়া এবং বিএএল এর প্রোপাগান্ডা সেলে। আমি নাকি হিযবুত তাহরীর, ইসলামবাদী বা মিলিটারি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলাম, বিশেষ করে হিযবুত তাহরীরের সঙ্গে। আমি ছিলাম না!

ইকোনমিক টাইমসের একজন সাংবাদিক হিজবুত তাহরীরের প্রতি আমার ‘কথিত আনুগত্য’ সম্পর্কে লিখেছেন, যা ভারতীয় রাষ্ট্রের বর্ণনার সেবা ও একীভূত করার জন্য সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ইচ্ছাকৃত ফ্রেম করা। আমি হিযবুত তাহরীর এবং অন্য অগণতান্ত্রিক দলের মতাদর্শের বিরুদ্ধে ছিলাম এবং এখনও আছি।

ফেসবুক স্ট্যাটাস মাহফুজ বলেন, অতঃপর মুজিববাদ, ইসলামোফোবিয়া, ইসলামবাদী মতাদর্শ বিরোধী বাঙালি মুসলমানদের ঐতিহাসিক আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে ‘একাকী’ পথ চলতে হলো। পরে, আমি সাংস্কৃতিক সক্রিয়তা এবং রাজনৈতিক গবেষণা বৃত্তের সঙ্গে জড়িত, যা জুলাই-আগস্টের উত্থানে আমার রাজনৈতিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ভূমিকার পথ সুগম করে।

আমি একজন বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের মাস্টারমাইন্ড বলা হয়। বাস্তবতা হচ্ছে আমি ‘মাস্টারমাইন্ড’ ছিলাম না। কিন্তু, ৫ জুন থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত প্রতিটি সিদ্ধান্ত, ৯ দফা দাবিসহ আমার পরামর্শ এবং ‘সমর্থন’ ছিল। গত পাঁচ বছর ধরে প্রায় সব অনুষ্ঠান ও বর্ণন আমার হাতে লেখা। আমার সার্কেল বা আমি চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করে বাঁচতে পারলে আপনি অবশ্যই সবকিছু জানবেন। দোয়া করবেন যেন আমরা সম্মানের জীবন যাপন করি অথবা শহীদ হই (শহিদান)।

আমি একজন মুমিন এবং একজন বাঙালি মুসলিম। আমি ইসলামবাদী বা ধর্মনিরপেক্ষবাদী মতাদর্শকে সমর্থন করি না। এই অঞ্চলে একটি সভ্যরূপে রূপান্তরিত রাষ্ট্র এবং সমবেদনা এবং দায়বদ্ধতা আদর্শের উপর ভিত্তি করে একটি সমাজের জন্য আমার একটি ভিশন আছে। নিপীড়িত বহুজনের ব্যক্তিগত ও যৌথ আকাঙ্ক্ষা রাষ্ট্রের নীতিতে অনুবাদ করার উপায় খুঁজে পাবে।

ঢাকা হবে বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চলের সভ্যতার মিলন ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রস্থল। ইনশাআল্লাহ!

আমি ইসলামাবাদ বা অন্য কোনো ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি বিরোধী নই। আমি মনে করি সম্প্রদায় এবং তাদের সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি রাষ্ট্র গঠনে একটি সহ-অস্তিত্বের স্থান খুঁজে পাওয়া উচিত। রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতার প্রকল্প কোনো সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি জন্য জায়গা সীমিত করা উচিত নয়। কিন্তু, এই অভিব্যক্তিগুলো ফ্যাসিস্ট মতাদর্শের সঙ্গে এক করা উচিত নয়।

আমি কঠোর অর্থে লালন ও মার্কস অনুসারী নই, তাই ফরহাদ মজহারের ইসলাম ও মার্ক্সবাদ ভার্সনের সদস্যতা করিনা। লালনকে আমি বাংলার প্রাণ সন্ধানী অনুশীলন ও আচার-আচরণ হিসেবে দেখি। এবং, যতক্ষণ না পুঁজিবাদ অব্যাহত থাকবে ততক্ষণ মার্কস প্রাসঙ্গিক থাকবে। তবে বাংলা মুসলিমদের প্রশ্ন মূলত নদীমাতৃক ইসলাম ও বাংলার মুসলিম সম্প্রদায়ের কাঠামোর মধ্যে উল্লেখ ও আলোচনা করা উচিত। বাঙালী মুসলমানদের উচিত নিকৃষ্টতম জটিলতার বেড়ি ভেঙ্গে তাদের পূর্বপুরুষদের বিশ্ব চিন্তা বিশ্বজগতে ব্যাখ্যা করা।

আমি কবর/মাজার পূজারী নই। আমি বিভিন্ন তারিকদের সুফি ও ওলেমাদের পূজা করি। কৈশোরে ও পরে অনেক ওলামা ও পীরের সাথে বসবাস ও যোগাযোগ করেছিলাম। এবং, এখনও, তাদের সঙ্গে আমার একটি সংযোগ আছে। তারা আমাকে রাসূল (সাঃ) এর প্রেমে কবুল করেছে। আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। আবার, আমি আপস করা এবং ফ্যাসিবাদ সক্রিয় করা পছন্দ করি না। আমি ঐসকল সুফি ও আলেমদের ভালোবাসি, যারা হকের পক্ষে থাকে (সত্য ও অধিকারের পক্ষে)

আমার মনে হয় এই কবর ধ্বংসকারী সত্যিই বাঙালী মুসলিম ও বাংলার সাধারণ আকাঙ্ক্ষা ও ঐতিহাসিক উত্তরাধিকারের বিরুদ্ধে।

ঐতিহাসিক সম্প্রদায় গঠন হিসাবে বাঙালি মুসলমানদের দক্ষিণ এশিয়ার উপাল্টার্ন (নিপীড়িত হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলিম) জনতার সঙ্গে জোটবদ্ধ করতে হবে। এইভাবে, তাদের মুজিববাদ, ইসলামোফোবিয়া, হিন্দুত্ব, এবং ফ্যাসিবাদ দূর করতে হবে যাতে সুফিবাদ ও ইসলামবাদ সক্রিয় করে। আমরা অনেকবারই দেখেছি যে, ফ্যাসিস্ট বিরোধী ইসলামও মুজিববাদ ও হিন্দুত্বের জীবনরেখা হয়ে উঠেছে।

আমি আমার বাঙালি মুসলিম পূর্বপুরুষদের অনুসরণ করি যারা ত্যাগ ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে একটি সম্প্রদায় গঠন ও গঠন করেছেন। এই সম্প্রদায়ের এই অঞ্চলে একটি ন্যায্য অংশ থাকবে এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি সত্য হবে। আমি ব্যাকডেটেড জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে। আমাদের নতুন ভাষা ও শব্দবিজ্ঞান দরকার আরো বেশি মানুষের সাথে যোগাযোগ করার জন্য- বাংলাদেশে এবং বাইরে।

শেষে তিনি লেখেন, আমার লেখায় কেউ কষ্ট পেলে আমি মন থেকে ক্ষমা চাই। আমি তোমাদের সবাইকে নাগরিক হিসেবে, ভাই ও বোন হিসেবে ভালোবাসি।